১) ইংল্যান্ডে গৌরবময় বিপ্লবের কারণ ও ফলাফল আলোচনা করো।

১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে গৌরবময় বিপ্লব ইংল্যান্ডের ইতিহাসে একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এইসময় রাজশক্তির যে বদল ঘটে তাতে কোনো রকম রক্তপাত ঘটেনি। এই বিপ্লব রক্তপাতহীন ছিল বলেই গৌরবময় কিছুটা বলা যায়। ১৬৮৮ খ্রি. দ্বিতীয় জেমসের শাসনকালে একটি স্বৈরাচারী শাসনকাল হিসাবে ইংল্যান্ডের মানুষের কাছে ক্রমশ বিরক্তিময় হয়ে গেছিল। এইসময় ইংল্যান্ডে জনবিক্ষোভ দেখা দিলে দ্বিতীয় জেমস ফ্রান্সে পালিয়ে যায় এবং উইলিয়াম ইংল্যান্ডে ফিরে এসে ইংল্যান্ডের রাজা হন। এই শাসনব্যবস্থার বদল ছিল অত্যন্ত একটি বিপ্লব যা ছিল রক্তপাতহীন। এই অর্থে শুরু হয় গৌরবময় বিপ্লব যে বিপ্লবের পিছনে আরও কয়েকটি দিক ছিল।

প্রথমত, ১৬৮৮ খ্রি. বিপ্লবকে গৌরবময় বিপ্লব বলার পিছনে এই কারণ নিহিত ছিল যে ইউরোপে যেসব দেশে এর আগে বিপ্লব ঘটেছিল, সেখানে রাজশক্তি ছিল অসম্ভব স্বৈরাচারী। কিন্তু ইংল্যান্ডের শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি ছিল অন্যরকম। যেখানে রাজার অধিকার ও ক্ষমতা পূর্ব থেকেই পার্লামেন্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট ছিল। এই অবস্থায় ইংল্যান্ডের রাজার অধিকারের ক্ষমতা ইউরোপীয় রাজাদের তুলনায় কম ছিল। তথাপি ইংল্যান্ডের রাজা তার নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার সীমা এতটুকু অতিক্রম করলেই ইংল্যান্ডে বিপ্লব ঘটেছিল। এই বিপ্লব ইংল্যান্ডের আরও কিছুটা গণতান্ত্রিক চেতনায় অভিসিক্ত করেছিল। ইংল্যান্ডের প্রজাবর্গের মৌলিক অধিকারকে স্থায়িত্ব দান করে এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেছিল।

দ্বিতীয়ত, এই বিপ্লবের জন্য রক্তপাতের প্রয়োজন হয়নি। কোনো প্রকার রক্তপাত ছাড়াই ১৬৮৮ খ্রি. থেকে ইংল্যান্ডের এক নতুন যুগের সূত্রপাত হয়েছিল। ইংল্যান্ডে এই সময় থেকেই পার্লামেন্টকে মর্যাদা দেওয়া শুরু হয়েছিল।

তৃতীয়ত, গৌরবময় বিপ্লবের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। এটি গৌরবান্বিত করে তোলে জনগণের ইচ্ছাকে, কারণ এই বিপ্লব সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে ঈশ্বর প্রদত্ত রাজক্ষমতার অবসান ঘটিয়ে ইংল্যান্ডের সিংহাসন দখল

পার্লামেন্টের ইচ্ছার ওপর নির্ভর এই নীতির পরিবর্তন ঘটিয়েছিল।

চতুর্থত, 1688 খ্রিস্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লব ছিল ইংরেজদের সামাজিক ইতিহাসে সর্বশেষ শাসনতান্ত্রিক বিপ্লব। কারণ এরপর থেকে ইংরেজরা তাদের শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেনি। কারণ গৌরবময় বিপ্লব ইংল্যান্ডের জনগণের ক্ষমতাকে আরও সুদৃঢ় করেছিল।

পঞ্চমত, গৌরবময় বিপ্লবের ক্ষেত্রে জনগণের মধ্যে ঐক্য এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে কাজ করেছিল। কারণ এই প্রথম ইংল্যান্ডের ইতিহাসে দুটি পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক দল হুইগ এবং টোরি তাদের পরস্পরের বিরোধিতা ছেড়ে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিল। ফলে বলা যায় এই বিপ্লবের মধ্যে যে বন্দোবস্ত করা হয়েছিল তা ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দলের কর্তৃত্ব নয়। সামগ্রিক কালের সর্বত্র ইংরেজ জাতির কর্তৃত্ব।

□ ফলাফল :—

1688 খ্রিস্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লবের ফলাফল আলোচনা করলে দুটি দিক প্রতিফলিত হয়। প্রথমটি হলো এই বিপ্লব কী পরিবর্তন আনে? দ্বিতীয়টি হলো বিপ্লব কতটা গৌরবময়তা লাভ করেছিল? সামগ্রিকভাবে বলা যায়—

শাসনতান্ত্রিক ফলাফল—

প্রথমত, স্টুয়ার্ট রাজাদের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের অবসান ঘটে। এই গৌরবময় বিপ্লবের মাধ্যমে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে পার্লামেন্টের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী রাজা কেবলমাত্র জনগণের প্রতিনিধি। রাজার উত্তরাধিকার-তত্ত্ব দাবী নাকোচ হয়। এবং পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া রাজা নির্বাচিত হবে না বলে স্থির হয়। এটি ছিল গৌরব ময় বিপ্লবের শাসনতান্ত্রিক ফলাফল।

সার্বভৌম ক্ষমতা—

দ্বিতীয়ত, রাজা এবং পার্লামেন্টের মধ্যে কে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এই প্রশ্নের মীমাংসা পার্লামেন্টের সপক্ষে

হয়েছিল। এরপর পার্লামেন্টই ইংরেজ জাতির রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করেন। দেশের আইন ইংল্যান্ডের রাজার বৈধ নয়. এই নীতি কার্যকর হয়।

স্বৈরাচারের অবসান— গৌরবময় বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ ফল এই বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে। এরপর ইংল্যান্ডের ইতিহাসে আর কোনো রাজা স্বৈরাচারী হবার চেষ্টা করেনি।

পার্লামেন্টের শাসন— গৌরবময় বিপ্লব ইংল্যান্ডের সাংবিধানিক বিবর্তনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনায় পার্লামেন্টে দলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন হয়েছিল. আর গৌরবময় বিপ্লব থেকে শুরু হয় পার্লামেন্টের শাসনের যুগ। এতদিন পর্যন্ত রাজার ইচ্ছাই ইচ্ছা বলে বিবেচিত হত। কিন্তু গৌরবময় বিপ্লবের পর থেকে জনগণের ইচ্ছা পার্লামেন্টের ওপর প্রতিফলিত হতে থাকে।

রাজক্ষমতা হ্রাস— Bill of Right দ্বারা রাজকীয় ক্ষমতা খর্ব এবং পার্লামেন্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। গৌরবময় বিপ্লবের পরেই রাজার ক্ষমতা খর্ব করার জন্য পার্লামেন্টের এই অনাদ পেশ হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ আইনগুলি ভবিষ্যতে ইংল্যান্ডে যাতে রাজকীয় স্বৈরতন্ত্র স্থাপিত হতে না পারে সেইজন্য এই সতর্কপূর্ণ ব্যবস্থা নিতে হয়।

গৌরবময় বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। এরফলে ইংল্যান্ডে বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয় চার্লস ও দ্বিতীয় জেমস উভয়েই ফরাসি সম্রাটের অনুগত ছিলেন। কিন্তু উইলিয়াম ইংল্যান্ডের রাজপদে অভিষিক্ত হবার ফলে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছিল. ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রনায়করূপে তিনি ফরাসি সম্রাটের সঙ্গে দীর্ঘদিনব্যাপী সংগ্রাম পরিচালনা করেন। গৌরবময় বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডে একজন দক্ষ রাজার আবির্ভাব ঘটে।